ভোরের কাগজ

পৃঃ ৫ ... কলাম ... ৬ ...

APR. 28 2002

ইত্যাদি

২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা

চমকে যাওয়ার মতো তথ্যই বটে– বিশ্বের ১২৫ মিলিয়ন শিশু তাদের মৌলিক অধিকার শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। বিশ্বে প্রতি ৫ জন শিশুর মধ্যে একজন স্কুলে যায় না। এদের দুই-তৃতীয়াংশ আবার মেয়ে শিশু। অনেক ছেলেমেয়ে লিখতে, পড়তে ও সাধারণ অংক শেখার মতো শিক্ষা গ্রহণ না করেই স্কুল ত্যাগ করে। তারা বিশ্বের প্রায় ১ বিলিয়ন বয়স্ক অশিক্ষিত জনসংখ্যার কাতারে শামিল হবে। তাদের এই পরিণতি বিশ্বের বঞ্চিত ও সুবিধাভোগীদের মাঝে যে দূরত্ব– তার একটা সাধারণ প্রমাণ। কিন্তু এই ভারসাম্যহীনতার প্রভাব পড়বে বহুদূর পর্যন্ত।

ঠিক এরকম একটা অবস্থার মধ্যেই ২২ এপ্রিল থেকে ২৮ এপ্রিল বিশ্বব্যাপী পালিত হচ্ছে বিশ্বশিক্ষা সপ্তাহ। বাংলাদেশেও এ কর্মসূচিকে সফল করতে কাজ করছে অক্সফাম ও কোয়ালিশন ফর দ্য আরবান পুওর।

বিশ্বের মোট দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ৪০ শতাংশই বাস করে দক্ষিণ এশিয়ায়। এই অঞ্চলে শিক্ষার হার সর্বনিম্ন। অন্যদিকে পুরুষ ও নারী শিক্ষার হারের মধ্যেও পার্থক্য এই অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি। বাংলাদেশের চিত্রতো ভয়াবহ আশঙ্কাজনক। এখানে ২১ শতাংশ শিশু স্কুলে যাওয়ার সুযোগ পায় না। আর যারা সুযোগ পায় তাদের ৪০ শতাংশ প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ না করেই ঝরে পড়ে। ঝরে পড়া এই শিশুরা বাংলাদেশের প্রায় ৪৫ মিলিয়ন বয়স্ক অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহ করতে তাদের পিতামাতার অসমতার কারণেই শিশুরা স্কুলের পাঠ শেষ না করেই স্কুল ত্যাগ করে। এই শিশুরা পরবর্তী সময়ে গৃহস্থালির কাজে পিতামাতাকে সাহায্যের পাশাপাশি জীবিকা নির্বাহের জন্য কঠিন কাজ করতে বাধ্য হয়।

বাংলাদেশ সরকার সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। কিন্তু পর্যাপ্ত অর্থের জোগান না থাকায় এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়িত হচ্ছে না। বিশ্বব্যাংকের মতে, বাংলাদেশে ন্যূনতম শিক্ষা নিশ্চিত করতে বছরে আরো অতিরিক্ত ৩৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রয়োজন। কিন্তু এই অর্থ শুধু ন্যূনতম শিক্ষা নিশ্চিত করতেই ব্যয় হবে। এই অর্থ দিয়ে শিক্ষার মান, সুযোগ ও ভারসাম্য নিশ্চিত করা যাবে না।

২ বছর আগে সেনেগালের রাজধানী ডাকারে অনুষ্ঠিত বিশ্ব শিক্ষা ফোরামে ১৮০ জন সরকার প্রধান, ইউনেস্কো এবং বিশ্বব্যাংক ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার ঘোষণা দেয়। কিন্তু বিশ্বের কোনো সরকারই এই ঘোষণা বাস্তবায়ন করতে পারেনি। এর প্রধান কারণ প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব।

এই বাস্তবতায় বিশ্বব্যাংক বলেছে, বর্তমান ধারা চলতে থাকলে ২০১৫ সালে স্কুলে না যাওয়া শিশুর সংখ্যা ৭৫ মিলিয়নে পৌঁছাবে। ফলে বিশ্বের ৮৮টি দেশ সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে পারবে না। একই সঙ্গে ২০০৫ সালের মধ্যে সমানসংখ্যক মেয়ে শিশুর শিক্ষা গ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যমাত্রাও অর্জিত হবে না।

'Education now' প্রচারণার লক্ষ্যবস্তুসমূহ অর্জনের জন্য এই বছরকে এক গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতির বছর হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। সর্বশেষ অনুষ্ঠিত জি-৮ সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ শিক্ষার প্রতি তাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন ও 'শিক্ষার জন্য টাস্কফোর্স' নামক একটি টাস্কফোর্স গঠন করেন। এপ্রিলে অনুষ্ঠিত বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর বসন্তকালীন সম্মেলন এবং মে মাসে অনুষ্ঠিতব্য জাতিসংঘের শিশু বিষয়ক বিশেষ অধিবেশন এবং জুন মাসে কানাডায় অনুষ্ঠিতব্য জি-৮ দেশের সরকার প্রধানদের সম্মেলনের জন্য শিক্ষাকে একটি অন্যতম এজেন্ডা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

বিশ্ব শিক্ষা সপ্তাহ ২০০২ উপলক্ষে অক্সফাম-জিবি এবং কোয়ালিশন ফর দ্য আরবান পুওর 'CUP'-এর কতিপয় সুপারিশঃ

০ সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকারকে ২০০২ সালের মধ্যে জাতীয় পর্যায়ে একটি পরিপূর্ণ এবং কার্যকর শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

০ এই পরিকল্পনা উন্নয়ন, বাস্তবায়ন এবং পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে নাগরিক সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন।

০ এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সুস্পষ্ট আর্থিক প্রতিশ্রুতি এবং তা পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি থাকতে হবে।

০ মেয়ে শিশুদের শিক্ষা নিশ্চিত করতে সুনির্দিষ্ট কলাকৌশল নির্ধারণ করতে হবে।

০ শিক্ষার মান উন্নয়নে করণীয় কলাকৌশল নির্ধারণ করতে হবে।

০ শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ এবং তাদের বেতন-ভাতাদির উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচির বাস্তবায়ন করতে হবে।

০ জাতীয় পর্যায়ের শিক্ষা পরিকল্পনা অনুযায়ী যেসব ক্ষেত্রে অর্থ সাহায্যের প্রয়োজন সেসব ক্ষেত্রে অর্থ সাহায্য প্রদানের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কেও এগিয়ে আসতে হবে।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও শিশুদের 'বিশ্বশিক্ষা সপ্তাহ ২০০২'-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হবে। তারা চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে তাদের অনুভূতিকে প্রকাশ করবে। 'আমি বড়ো হয়ে কি হতে চাই'– এই বিষয়ে চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে তারা ফুটিয়ে তুলবে স্কুলে শিক্ষা গ্রহণের বাস্তবতা এবং স্কুলের বেতন ও অন্যান্য নির্ধারিত খরচসমূহ কিভাবে তাদের লালিত স্বপ্নপূরণে অন্তরায় হিসেবে ভূমিকা রাখছে। এসব ছবি থেকে কিছু নির্বাচিত ছবি আগামী মে মাসে জাতিসংঘের শিশু বিষয়ক বিশেষ অধিবেশনে ও জুন জি-৮ সম্মেলনে প্রদর্শিত হবে। এর মাধ্যমে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের কাছে বার্তা পৌঁছানো হবে যে, সকল শিশুরই অবশ্যই শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থাকা উচিত।

'সবার জন্য শিক্ষা' নিশ্চিত করতে দ্রুত পদক্ষেপ না নিতে পারলে বহু উন্নয়নশীল দেশ ২০০২ সালের ডিসেম্বর নাগাদ ঘোষিত সকল শিশুকে স্কুলে পাঠাতে বাস্তবমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হবে।

❑ মিলি দত্ত